63

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 21 DEC 1998
পৃঃ ১২ কলাম ৪

৩০ ডিসেম্বর নির্বাচন ঃ প্রচারণা জমজমাট

ঢাকা ভার্সিটি শিক্ষক সমিতির নির্বাচনে সাদা, নীল ও গোলাপী প্যানেল মুখোমুখি

গিয়াস উদ্দিন রিমন ॥ আগামী ৩০ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নির্বাচন। এই নির্বাচনকে সামনে রেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রাজনীতি এখন বেশ জমজমাট। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের সরকারবিরোধী সাদা দল, সরকারসমর্থক নীল দল এবং বাম ও মধ্যপন্থীদের গোলাপী দল— তিনটি প্যানেল নিয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। বিভিন্ন অনুষদ-ভবনে, শিক্ষক লাউঞ্জ, ক্লাব ভবন, শিক্ষকদের অফিস, বাসা— সর্বত্র নির্বাচনী প্রচারণা চলছে। আওয়ামী লীগ সমর্থক নীল প্যানেল এবং বিএনপি, জামায়াত ও বামপন্থীদের মিলিত সাদা প্যানেল প্রচারণায় সবচেয়ে সক্রিয়। তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে নানা বক্তব্য তুলে ধরছে। ৩০ ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা চূড়ান্ত রায় দেবেন। আগামী এক বছরের জন্য তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করবেন। সেদিন সকাল ১০টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব ভবনে নির্বাচনে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। গত ১৮ ডিসেম্বর ছিল মনোনয়নপত্র জমাদানের শেষ দিন। ১৯ ডিসেম্বর মনোনয়নপত্র বাছাই করা হয়। গতকাল (রবিবার) রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ সময় ছিল। আজ চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে। উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর সৈয়দ হাদীউজ্জামান নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব পালন করছেন।

সমিতির ১৯৯৯ সালের জন্য এক বছর মেয়াদী কার্যকর পরিষদের নির্বাচনে সভাপতি প্রার্থী হয়েছেন ঃ সাদা দলের প্রার্থী, সমিতির বর্তমান সভাপতি, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ডঃ আ ফ ম ইউসুফ হায়দার; নীল দলের প্রার্থী, সমিতির সাবেক সভাপতি, প্রাণিবিদ্যা বিভাগের প্রফেসর ডঃ মোঃ শাহাদত আলী ও গোলাপী দলের প্রার্থী, দর্শন বিভাগের প্রফেসর ডঃ কাজী নূরুল ইসলাম। প্রফেসর ইউসুফ হায়দার ও প্রফেসর শাহাদাত আলী দু'জনই শক্তিশালী প্রার্থী। তাদের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতে পারে। তবে প্রফেসর শাহাদত আলীকে নীল প্যানেলে প্রার্থী করা নিয়ে নীল দলের শিক্ষকদের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ ছিল এবং প্যানেল গঠন প্রক্রিয়া প্রার্থী বাছাই জটিলতায় বিলম্বিত হয়। শেষ পর্যন্ত ঘোষিত প্যানেল নিয়ে নীল দলে ভিসি প্রফেসর এ কে আজাদ চৌধুরীর সমর্থক ও বিরোধী শিক্ষকদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। এ বিষয়টি নির্বাচনে প্রভাব ফেলতে পারে। অপরদিকে, বিএনপি সমর্থক সাদা দল, জামায়াত সমর্থক সম্মিলিত সাদা দল এবং বাম ও মধ্যপন্থী গোলাপী দলের বড় অংশ মিলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রফেসর ইউসুফ হায়দারকে সাদা প্যানেলের সভাপতি প্রার্থী দিয়েছে। রাষ্ট্র ও সমাজ, বিশেষ করে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকার সমর্থকদের ব্যাপক অনিয়ম-দুর্নীতি, দলীয়করণ, সন্ত্রাস ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে জাতির সবচেয়ে বিবেকবান ও সচেতন অংশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ বেশ সোচ্চার। সেই সাথে সরকারবিরোধী শিবিরের শিক্ষকদের ঐক্যবদ্ধ প্যানেল সাধারণ শিক্ষকদের মাঝে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি

১১-এর পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

ঢাকা ভার্সিটি শিক্ষক সমিতির নির্বাচন

শেষ পৃষ্ঠার পর

হয়েছে। গত মাসে অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচনে সাদা দল ও নীল দল সমানসংখ্যক পদে বিজয়ী হয়। আগে এসবগুলো পদই নীল দলের প্রার্থীদের ছিল। মূলত গত বছর অনুষ্ঠিত শিক্ষক সমিতির নির্বাচনে সভাপতিসহ গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে নীল দলের পরাজয়ে সরকার সমর্থক নীল শিবিরে ধস নামতে শুরু করে। এবার সিন্ডিকেট নির্বাচনে তাদের ভরাডুবি ঘটলে প্রশাসন সমর্থক ও বিরোধী নীল দলের শিক্ষকদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। সেই অবস্থায় সাধারণ সম্পাদক পদ নিয়ে ব্যাপক কাড়াকাড়ির পর মধ্যস্থতার মতো প্রফেসর ড. আ-আ ম স আরেফিন সিদ্দিককে নীল প্যানেলে শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী করা হয়েছে। গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের প্রফেসর আরেফিন সিদ্দিক আগে দুইবার সমিতির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। এবার তারসাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন সাদা দলের প্রার্থী রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ফেরদৌস হোসেন এবং গোলাপী দলের প্রার্থী সমাজবিজ্ঞানের সহযোগী অধ্যাপক ড. নেহাল করিম। জনাব ফেরদৌস হোসেন গোলাপী দল নেতা প্রফেসর আবদুল মমিন চৌধুরীর সাথে গোলাপী থেকে সাদা দলে যোগ দিয়েছেন। আর গোলাপী দল কার্যত তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে নির্বাচনী লড়াইয়ে নেমেছে। সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী ড. আরেফিন সিদ্দিক ও ফেরদৌস হোসেন দু'জনই পরিচিত ও জনপ্রিয়। সহসভাপতি প্রার্থী হয়েছেন সাদা দলের প্রথম সারির নেতা, প্রাণ রসায়ন বিভাগের প্রফেসর ও গণতান্ত্রিক শিক্ষক পরিষদের সভাপতি ড. মোঃ খলিলুর রহমান (সাদা প্যানেল) এবং পদার্থ বিজ্ঞানের প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ (নীল প্যানেল) ও সমাজবিজ্ঞানের সহযোগী অধ্যাপক মোঃ ইমদাদুল হক (গোলাপী প্যানেল)। জনপ্রিয় শিক্ষক ড. খলিলুর রহমান প্রচারণায়ও এগিয়ে আছেন। কোষাধ্যক্ষ প্রার্থী হয়েছেন সাদা প্যানেল থেকে অর্থনীতি বিভাগের প্রফেসর আবু আহমেদ, নীল প্যানেল থেকে মার্কেটিং-এর সহযোগী অধ্যাপক ড. মোঃ হাবিবুর রহমান ও গোলাপী প্যানেল থেকে ফিন্যান্সের সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ মাসুদ রহমান। যুগ্ম সম্পাদক প্রার্থী হয়েছেন ফিন্যান্সের সহকারী অধ্যাপক ড. জাহাঙ্গীর হোসেন সরদার (সাদা), মার্কেটিং-এর সহযোগী অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান (নীল) ও দর্শনের সহকারী অধ্যাপক ড. এ কে এম সালাহউদ্দিন (গোলাপী)।

দশটি সদস্য পদে তিন প্যানেলেই এবার সিনিয়র ও খ্যাতিমান শিক্ষকদের প্রার্থী করা হয়েছে। সদস্য পদে সাদা দলের প্রার্থীগণ হলেন ঃ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর এস এম এ ফায়েজ (মৃত্তিকা বিজ্ঞান), প্রফেসর মমতাজ উদ্দিন আহমেদ (অর্থনীতি), প্রফেসর আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ (বাংলা), প্রফেসর জিন্নাতুন্নেছা তাহমিদা বেগম (উদ্ভিদ বিজ্ঞান), প্রফেসর জিয়াউশ শামস হক (ভূগোল), প্রফেসর মোহাম্মদ তৌহিদুল আনোয়ার (সাংবাদিকতা), প্রফেসর শফিকুর রহমান (পরিসংখ্যান), প্রফেসর ইউএবি রাজিয়া আক্তার বানু (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), প্রফেসর শাহজাহান মিনা (ফিন্যান্স) ও প্রফেসর আবদুস সাত্তার (চারুকলা)।

নীল প্যানেলের সদস্য প্রার্থীরা হলেন– প্রফেসর আবদুল মান্নান চৌধুরী (ব্যবস্থাপনা), 'প্রফেসর আমিনুর রশিদ (পদার্থ বিজ্ঞান), প্রফেসর নওশের আলী খান (উদ্ভিদ বিজ্ঞান), মিসেস জিনাত হুদা (সমাজবিজ্ঞান), প্রফেসর নীলুফার নাহার (রসায়ন), প্রফেসর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (বাংলা), প্রফেসর আনোয়ার হোসেন (প্রাণ রসায়ন), প্রফেসর সেকান্দার হায়াত খান (পরিসংখ্যান), প্রফেসর হোসেন মনসুর (ভূতত্ত্ব) ও হাসিবুর রশীদ (ব্যবস্থাপনা)।

গোলাপী প্যানেলে সদস্য প্রার্থীরা হলেন– প্রফেসর কে এ এম সাদ উদ্দীন (সমাজবিজ্ঞান), প্রফেসর আমিনুল ইসলাম (দর্শন), প্রফেসর মঈনউদ্দীন আহমেদ (রসায়ন), প্রফেসর মোহাম্মদ আবু জাফর (বাংলা), প্রফেসর একে মনোয়ার উদ্দীন আহমদ (অর্থনীতি), প্রফেসর মাহবুব উদ্দীন আহমদ (সমাজবিজ্ঞান), প্রফেসর ফখরুল আলম (বাংলা), মিসেস রওশন আরা (দর্শন), আবদুস শাকুর শাহ (চারুকলা) ও [illegible]